দৈনিক ইত্তেফাক

07 MAY 1995

তারিখ 07 MAY 1995
পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর পাঠ্য বই

বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক নব প্রবর্তিত ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ের সংকট সম্পর্কে প্রচুর লেখালেখি সত্ত্বেও অদ্যাবধি পরিস্থিতির কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে না। এখনও ৪১ টাকা দামের নবম শ্রেণীর বাংলা বই ১২০ টাকায় কিনিতে হইতেছে। অথচ নূতন বছরের চার মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। অনেক গরীব ছাত্র-ছাত্রী উচ্চ মূল্যে বই কিনিতে না পারার কারণে শিক্ষাঙ্গন হইতে বিদায় নেওয়ার পথে। আমরা জানিতে পারিয়াছি বোর্ডের বইয়ের এই সংকটের জন্য বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির কতিপয় কর্মকর্তা দায়ী। তাহারা এই কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করিয়া কোটি কোটি টাকা হাতাইয়া নিতেছে। বস্তুত, সমগ্র বাংলাদেশের সাধারণত পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতারাও তাহাদের নিকট জিম্মি। বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির নীতিমালা অনুযায়ী প্রত্যেক প্রকাশককে বোর্ড বইয়ের এক ইউনিট করিয়া বরাদ্দ দেওয়ার কথা। কিন্তু জানা যায়, উক্ত কর্মকর্তাগণের কেহ কেহ একটিমাত্র দোকান বা প্রকাশনীর বিপরীতে ৮০টা পর্যন্ত ইউনিট বরাদ্দ করিয়া নিয়াছেন। এইভাবে তাহারা কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করিয়া ইচ্ছামত দামে বই বিক্রি করিতেছেন। তাহাদের অশুভ তৎপরতার কারণে আজ সমগ্র বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যুদস্ত।

তাই বর্তমান নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টার কাছে বিনীত অনুরোধ, অনতিবিলম্বে এ বিষয়ে যথাযথ তদন্ত পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ন্যায্যমূল্যে বোর্ড বইয়ের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা হউক।

—মোঃ সুজন শাহ, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।